জাতীয় ই-কমার্স নীতিমালা ২০১৭ এর উপর মতামত আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মতামত প্রদানের ঠিকানা

ড. মোঃ ফজলুর রহমান
উপসচিব (পলিসি শাখা)
মোবাইলঃ ০১৭১৬১২৩৫৪১
ই-মেইলঃ fazlu@ictd.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় ই-কমার্স নীতিমালা ২০১৭

(এটি বিবেচনার জন্য চূড়ান্ত নহে)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা (Preamble)..... ৩
অধ্যায়-০১ .....৫
নীতিমালার নাম, পরিধি ও সংজ্ঞা ৫
১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন.....৫
২. সংজ্ঞা.....৫
অধ্যায়-০২ .....১০
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১০
২.১. লক্ষ্য (Goal) ১০
২.২. উদ্দেশ্য (Objectives) ১০
অধ্যায়-০৩.....১১
ই-কমার্স ব্যবস্থাপনা ১১
৩.১. ই-কমার্স পরিচালনা পদ্ধতি.....১১
৩.২. ই-কমার্স ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ.....১১
৩.৩. ইলেক্ট্রনিক লেনদেন ও ই-পেমেন্ট.....১১
৩.৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা.....১২
৩.৫. ই-কমার্স সংশিস্নষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়.....১২
৩.৬. আইনি কাঠামো.....১৩
৩.৭. আইন প্রয়োগ পদ্ধতি ১৩
৩.৮. ই-কমার্স প্রমোশন.....১৪
৩.৯. নীতিমালা পর্যালোচনা ১৪

প্রস্তাবনা (Preamble)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার। ২০০৮ সালে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার "দিন বদলের সনদ"-এ "২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ে তোলার ঘোষণা দেন। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এ রুপকল্প মানুষের চিন্তালোকে জায়গা করে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশ রুপকল্পকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'সোনার বাংলা'র পুনর্জাগরণ বলা যেতে পারে।

তথ্য ও প্রযুক্তি খাত সৃষ্ট ডিজিটাল রূপান্তর চলমান বিশ্বব্যবস্থায় উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃত। আইসিটি'র ব্যাপক বিস্তৃতি বিগত কয়েক দশকে বিশ্বব্যাপী নতুন আইসিটি-কেন্দ্রিক যুগের অবতারণা করেছে। 'ভিশন-২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ' সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর নেতৃত্বাধীন সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি কার্যকরী উদ্যোগ যা দেশের ইন্টারনেট অবকাঠামোর প্রভূত উন্নয়নের মাধ্যমে বিগত কয়েক বছরে ডিজিটাল বা আইসিটি নির্ভর প্রশাসন ব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, জনসেবাসহ প্রায় সকল খাতে উন্নয়ন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ফলে ডিজিটাল অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করা এবং আইসিটি-ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ বর্তমানে অগ্রগামী একটি জাতি। অবকাঠামোগত উন্নয়ন দেশে ই-কমার্স ব্যবস্থা প্রণয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। উন্নয়নের এ খাতে আইসিটি ইতোমধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক আধুনিক এ ব্যবস্থায় ই-কমার্স এর অস্তিত্ব বা গুরুত্বকে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই। ক্রমবিকাশমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার কারণে ই-কমার্স এর পরিধি এবং জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী দিন দিন বেড়ে চলেছে। ইন্টারনেট, সামাজিক মাধ্যম, মোবাইল এ্যাপস ইত্যাদি ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সারা বিশ্বে এ ব্যবসা-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ উন্মোচিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, অতীতের সকল প্রযুক্তির তুলনায় বর্তমান ইন্টারনেট প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অনেক বেশী সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায় ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে প্রতিভাত হওয়ায় ই-কমার্স খাত বিভিন্ন দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক বিশাল বাজারে প্রবেশের অবাধ সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক মূল্য প্রক্রিয়ায় সরাসরি সম্পৃক্ততা, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প খরচে লেনদেনসহ নানাবিধ সুবিধা এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় দেশের শিল্প বিকাশ, রপ্তানি উন্নয়ন এবং আইসিটিসহ সংশিষ্ট খাতসমূহে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশব্যাপী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবকাঠামো তৈরি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই- গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা এবং আইটি শিল্প বিকাশে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মোবাইল প্রযুক্তি এক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সারাদেশ ৩-জি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত এবং নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ৪-জি নেটওয়ার্ক অতি শীঘ্রই অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য, সারাদেশে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি এর আওতায় প্রান্তিক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ই-সেবা এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর আওতাভুক্ত করেছে। ফলে দেশে ই-কমার্স অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উদ্যোক্তা তৈরি এবং গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকার বৃহত্তর বেকার জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অর্থনৈতিক দক্ষ জনবলে রূপান্তরের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যা কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, UNCTAD ১৩০টি দেশের ই-কমার্স খাতসমূহ নিরীক্ষান্তে B2C E-commerce Index প্রস্তুত করেছে। UNCTAD এর Index মতে, যে কোনো দেশে ই-কমার্স বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে মোট চার (০৪) টি প্রধান নিয়ামক যেমন- (ক) ইন্টারনেটের ব্যবহার; (খ) নিরাপদ সার্ভার ব্যবস্থা; (গ) ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার এর সংখ্যা; এবং (ঘ) পোস্টাল ডেলিভারী সিস্টেম অত্যন্ত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি, একটি যথাযথ ই-কমার্স নীতিমালার অবকাঠামো-তে মোট আট (০৮) টি স্তম্ভ যেমন- (১) আইসিটি অবকাঠামো; (২) ই-পেমেন্ট; (৩) ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম; (৪) দক্ষতা উন্নয়ন; (৫) সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি; (৬) ই-সিকিউরিটি; (৭) ই-প্রকিউরমেন্ট; এবং (৮) ব্যবসা ও লজিস্টিক সুবিধা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

দেশের ই-কমার্স খাতের সুষম উন্নয়ন এবং নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আস্থাশীল ই-কমার্স সহায়ক পরিবেশ তৈরির পথ সুগম করার ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত ই-কমার্স নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যথাযথ একটি জাতীয় নীতিমালা ছাড়া বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় আস্থাভাজন ব্যবসা উপযোগী পরিবেশ গঠন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, ই-কমার্স এর সকল কর্মকান্ড বিদ্যমান আন্তঃরাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুরূপ বিধায় এ নীতিমালায় দেশের বিদ্যমান আমদানি ও রপ্তানি নীতিমালার বিষয়বস্তুসমূহকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুন্ন রেখে ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি এ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনায় সরকারের 'ভিশন ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে এ নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো।

অধ্যায়-০১

নীতিমালার নাম, পরিধি ও সংজ্ঞা

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

ক. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এ নীতিমালা 'ই-কমার্স নীতিমালা ২০১৭' নামে অভিহিত হবে।

খ. প্রয়োগ : এটি সমগ্র বাংলাদেশে প্রয়োগ হবে।

গ. প্রবর্তন : এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২. সংজ্ঞা : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়-

(১) "ই-কমার্স" (e-Commerce) অর্থ ইলেক্ট্রনিক বাণিজ্য যা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যেমন-ব্যক্তিগত কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদি ব্যবহার করে ওয়েব ও ইলেক্ট্রনিক ডাটা আদান-প্রদান এর মাধ্যমে সকল প্রকারের ভৌত এবং ডিজিটাল পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদন হয়ে থাকে এরুপ বুঝাবে;

(২) "বি২সি" (B_2C e-Commerce)" অর্থ এমন একটি বিজনেস মডেল যাতে ব্যক্তি বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অগ্রিম পেমেন্ট গ্রহণ সাপেক্ষে সরাসরি প্রান্তিক পর্যায়ের ভোক্তাদের নিকট অনলাইনে পণ্য বা সেবা বিক্রয় এবং শিপমেন্ট প্রক্রিয়ায় বিক্রয়কৃত পণ্য ও সেবা এর ডেলিভারি সম্পাদন করা হয় এরুপ বুঝাবে;

(৩) "ই-পেমেন্ট" (e-Payment) অর্থ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত যে কোনো পেমেন্ট ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(৪) "ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম" (e-Commerce Platfrom) অর্থ একটি সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ওয়েব ভিত্তিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যাতে একটি সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইন ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, বিপণন ও পরিচালনা করা এরুপ বুঝাবে;

(৫) "পোস্টাল ডেলিভারি সিস্টেম" (Postal Delivery System) অর্থ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ই-কমার্স প্রক্রিয়ায় বিক্রয়কৃত পণ্য বা সেবা সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথ ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত গ্রাহকের নিকট গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সহজে ও নিরাপদে পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(৬) "ই-সিকিউরিটি" (e-Security) অর্থ ই-কমার্স সম্পদে যে কোনো ধরণের অনুমোদনহীন অনুপ্রবেশ, ব্যবহার, পরিবর্তন, ধ্বংস ইত্যাদি হতে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বুঝাবে;

(৭) "ই-প্রকিউরমেন্ট" (e-Procurement) অর্থ ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক তথা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বি২সি বা বি২বি বা বি২জি প্রক্রিয়ায় পণ্য, পেশাগত সেবা, সরবরাহ ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করা এবং ব্যবসায়িক ও আর্থিক লেনদেন ব্যবস্থা এরুপ বুঝাবে;

(৮) "ক্রস-বর্ডার ই-কমার্স" (Cross-border e-Commerce) অর্থ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তথা অন্য কোনো দেশের মার্চেন্টের নিকট দেশ থেকে পণ্য বা সেবা ক্রয় বা অন্য দেশের ভোক্তা বা মার্চেন্টের নিকট পণ্য ও সেবা বিক্রয় করা সম্পর্কিত ই-কমার্স ব্যবস্থা এরুপ বুঝাবে;

(৯) "একসেস টু ফাইন্যান্স" (Access to Finance) অর্থ সকল জনগণ, ই-কমার্স ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং সুবিধায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাসমূহকে বুঝাবে;

(১০) "ওয়েবসাইট" (Website) অর্থ ইন্টারনেটে একটি আইডি বা ইউআরএল বিশিষ্ট সুনির্দিষ্ট পাতা যা ব্যক্তিগত বা শিক্ষাগত বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোনো স্বতন্ত্র ব্যক্তি বা কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রকাশ করে এরুপ সাইট বুঝাবে;

(১১) "এ্যাপস" (Apps) অর্থ বিশেষায়িত অপেক্ষাকৃত ছোট কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা সুনির্দিষ্ট কোনো কাজের জন্য মোবাইল ফোনে ডাউনলোড ও ব্যবহার উপযোগী হিসেবে তৈরি করা হয় এরুপ বুঝাবে;

(১২) "মার্কেটপ্লেস" (Marketplace) অর্থ ইন্টারনেটে এক ধরণের ই-কমার্স সাইট যাতে এক বা একাধিক তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পণ্য বা সেবা সম্পর্কিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করা থাকে এবং সুনির্দিষ্ট অপারেটর কর্তৃক লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে এরুপ সাইটকে বুঝাবে;

(১৩) "উদ্যোক্তা" অর্থ ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ই-কমার্স এর মাধ্যমে যে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং ই-পেমেন্ট ব্যবস্থায় লেনদেন সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তির ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বুঝাবে;

(১৪) "ডেলিভারি সিস্টেম" (Delivery System) অর্থ ই-কমার্স প্রক্রিয়ায় বিক্রয়কৃত পণ্য বা সেবা সড়কপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথ বা ইলেক্ট্রনিক উপায় ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত গ্রাহকের নিকট গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সহজে ও নিরাপদে পরিবহন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(১৫) "পেমেন্ট সিস্টেম" (Payment System) ইলেক্ট্রনিক উপায়ে বা মোবাইল ব্যাংকিং অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত যে কোনো ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ করা বুঝাবে;

(১৬) "ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি" (e-Commerce Industry) অর্থ কোনো ই-কমার্স উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী বা কোম্পানি কোনো মার্কেটপ্লেস বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কোনো ধরণের পণ্য, ডিজিটাল পণ্য বা সেবা ই-কমার্স প্রক্রিয়ায় বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, সম্প্রসারণ ইত্যাদি করা বুঝাবে;

(১৭) "ইলেক্ট্রনিক লেনদেন" অর্থ ইলেক্ট্রনিক নেটওয়ার্ক তথা ইন্টারনেট ব্যবহার করে বি২সি, বি২বি, সি২সি বা সি২বি প্রক্রিয়ায় সংঘটিত ব্যবসায়িক ও আর্থিক লেনদেন বুঝাবে;

(১৮) "মোবাইল ফিনান্সিয়্যাল সার্ভিস (এমএফএস)" (Mobile Financial Service) অর্থ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেন সম্পাদন কর্মকাণ্ডসমূহ সরকারি নীতি, আইন ও বিধি দ্বারা সমর্থিত উপায়ে কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সম্পাদনযোগ্য পেমেন্ট সুবিধা যার মাধ্যমে গ্রাহক কম্পিউটার ব্যবহার না করে কোনো স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট বা বহনযোগ্য এ ধরণের কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা এবং একাউন্ট ব্যালেন্স, একাউন্ট হতে একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার রেকর্ড, বিল পরিশোধ সহ নানাবিধ কার্য এর তদারকি করতে পারে এরুপ ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(১৯) "ডিজিটাল ফিনান্সিয়্যাল সার্ভিস (ডিএফএস)" (Digital Financial Service) অর্থ দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় স্বার্থে জনগণ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, সুস্থ্য, অখন্ড ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত সহজ ও নিরাপদ পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং আর্থিক লেনদেন সম্পাদন কর্মকাণ্ডসমূহ সরকারি নীতি, আইন ও বিধি দ্বারা সমর্থিত উপায়ে ব্যাংক, নন-ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ডিজিটাল ও আন্তঃপরিচালন উপায়ে আর্থিক পণ্য ও সেবা আগ্রহী ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও অলাভজনক গ্রুপ এর মধ্যে সরবরাহ করার উপযোগী আর্থিক, কারিগরী ও অন্যান্য অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(২০) "মোবাইল পেমেন্ট" (Mobile Payment) অর্থ কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি ইলেক্ট্রনিক উপায়ে সম্পাদনযোগ্য পেমেন্ট সুবিধা যার মাধ্যমে গ্রাহক কম্পিউটার ব্যবহার না করে কোনো স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট বা বহনযোগ্য এ ধরণের কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা এবং একাউন্ট ব্যালেন্স, একাউন্ট হতে একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার রেকর্ড, বিল পরিশোধ সহ নানাবিধ কার্য তদারকি করতে পারে এরুপ ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(২১) "এসক্রো সার্ভিস" (Escrow Service) অর্থ এমন একটি আইনগত ব্যবস্থা যাতে তৃতীয় পক্ষ নিকট গচ্ছিত আমানতের গ্যারান্টির বিপরীতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পাদিত পণ্য বা সেবা ক্রয়-বিক্রয় এবং লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এরুপ বুঝাবে;

(২২) "প্রি-পেইড কার্ড" (Prepaid Card) অর্থ এমন একটি অনলাইনে পেমেন্ট সুবিধাপ্রাপ্ত প্রি-পেইড কার্ড যা কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত সেবা গ্রহীতাকে অনলাইনে

কেনাকাটা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ক্যাশ এর সমার্থক হিসেবে পেমেন্ট পরিশোধের সুবিধা প্রদান করে থাকে এরুপ বুঝাবে;

(২৩) "ভার্চুয়াল কার্ড" (Virtual Card) অর্থ ক্রেডিট কার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মক্কেলের অনুকূলে ইস্যুকৃত ওয়ান-টাইম-ইউজ (একবার ব্যবহারযোগ্য) ক্রেডিট কার্ড নম্বর যার মাধ্যমে মক্কেল ই-কমার্স প্রক্রিয়ায় কেনাকাটা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অনলাইনে পেমেন্ট পরিশোধ করতে পারে এরুপ কার্ড নম্বর ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(২৪) "ওয়ালেট কার্ড" (Wallet Card) অর্থ কোনো ইলেক্ট্রনিক চিপ বিশিষ্ট এক ধরণের ওয়ালেট কার্ড যা সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রবিশেষে ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার উপযোগী হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত এরুপ কার্ডকে বুঝাবে;

(২৫) "পেমেন্ট সুইচ" (Payment Switch) অর্থ এমন একটি আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত সফটওয়্যার যা একটির বেশি ইন্টারফেস তথা-এটিএম, পিওএস, এমপিওএস, পেমেন্ট গেটওয়ে ইত্যাদি থেকে অর্থ লেনদেন এর অর্ডার গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট ব্যাংক এর ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড একাউন্ট এর যথার্থতা বিষয়ক অনুমোদন যাচাই করে এরুপ ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

(২৬) "রোল আউট" (Roll Out) অর্থ ভোক্তাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে কোনো নতুন পণ্য বা সেবা বৃহৎ পরিসরে বাজারে চালু করার বিষয়ে আগাম মার্কেটিং অভিযান পরিচালনা করা বুঝাবে;

(২৭) "রিয়াল টাইম ফান্ড ট্রান্সফার" (Real Time Fund Transfer) অর্থ কোনোরূপ অপেক্ষমান বিলম্ব ব্যতিত এক ব্যাংক হতে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্য ব্যাংকে বড় অংকের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা; তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বিষয়বস্তুসমূহকে বুঝাবে;

(২৮) "পাইরেসি" (Piracy) অর্থ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পণ্য বা সেবা এর সুনাম অবৈধভাবে ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট ওয়েব-ডোমেইন নামের সদৃশ বা একই নামের ওয়েব-ডোমেইন নাম অপর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে এরুপ ব্যবস্থা বুঝাবে;

(২৯) "হ্যাকিং" (Hacking) অর্থ অননুমোদিত উপায়ে চুরি বা লুট করা বা অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে কারও কম্পিউটার বা অন্য যে কোনো ধরণের ডিজিটাল যন্ত্রপাতি বা ওয়েবসাইট, মেইল বা ইলেক্ট্রনিক কোনো মাধ্যমে অবৈধ অনুপ্রবেশ করাকে বুঝাবে;

(৩০) "সাইবার অপরাধ" (Cyber Crime) অর্থ ইন্টারনেট ব্যবহার করে সম্পাদিত যে কোনো ধরণের ফৌজদারী অপরাধ বুঝাবে;

(৩১) "ইন্টারনেট ব্যাংকিং" (Internet Banking) অর্থ অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি যাতে গ্রাহক ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সীমাধীন ব্যাংকিং লেনদেন সম্পন্ন করে এরুপ বুঝাবে;

(৩২) "মোবাইল ব্যাংকিং" (Mobile Banking) অর্থ কোনো ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত একটি ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিং সুবিধা যার মাধ্যমে গ্রাহক কম্পিউটার ব্যবহার না করে কোনো স্মার্টফোন বা ট্যাবলেট এর মাধ্যমে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করা এবং একাউন্ট ব্যালেন্স, একাউন্ট হতে একাউন্টে ফান্ড ট্রান্সফার রেকর্ড, বিল পরিশোধসহ নানাবিধ কার্য এর তদারকি করতে পারে এরুপ ব্যবস্থাকে বুঝাইবে;

(৩৩) "কোড অব কন্ডাক্ট" (Code of Conduct) অর্থ ই-কমার্স ভোক্তাদের অধিকার সুরক্ষা, উত্তম বাণিজ্যিক চর্চা বা অনুশীলন পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবস্থাকে ভোক্তা, ব্যবসায়ী ও প্রশাসন তথা সর্বমহলে আস্থাশীল করে তোলা এবং আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রণীত সার্বজনীন আচরণবিধি-কে বুঝাবে;

(৩৪) "কপিরাইট" (Copyright) অর্থ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষ করে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শিল্পকর্ম, কনটেন্ট এবং এ ধরণের অন্য সকল বিষয়ে প্রিন্ট বা ডিজিটাল উপায়ে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিষয়বস্তু বা কার্যাবলী যাতে উদ্ভাবনকারী বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ মালিকের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া আইনগত অধিকার ও স্বত্ব বহাল থাকে এরুপ অধিকার বুঝাবে;

(৩৫) "মেধাস্বত্ব" অর্থ কোনো ধরণের প্রিন্ট বা ডিজিটাল উপায়ে প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধাভিত্তিক মূলধনের উপর উদ্ভাবনকারী বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী অর্থাৎ মালিকের একচ্ছত্র বা একচেটিয়া আইনগত অধিকার সুরক্ষা ও স্বত্ব বহাল থাকে এরুপ অধিকার বুঝাবে;

(৩৬) "আইপিআর" (IPR) অর্থ 'ইনটেলেকচুয়াল প্রোপার্টি রাইট অর্থাৎ যে কোনো পণ্য, সেবা, বিষয়, কনটেন্ট বা এ জাতীয় কোনোকিছু উদ্ভাবনকারী বা উৎপাদনকারী বা স্বত্বাধিকারী কর্তৃক প্রিন্ট বা ডিজিটাল উপায়ে প্রকাশিত কোনোকিছুর উপর একচেটিয়া বা একচ্ছত্র আইনগত মেধাস্বত্ব অধিকার বুঝাবে;

(৩৭) "ট্রেডমার্ক" (Trademark) অর্থ কোনো প্রতীক চিহ্ন, ডিজাইন, শব্দ বা শব্দাবলী যা আইনগতভাবে নিবন্ধিত কোনো বিশেষ কোম্পানি বা পণ্যের সুনির্দিষ্ট পরিচয় প্রকাশ করে এরুপ বুঝাবে;

(৩৮) "ডিজিটাল স্বাক্ষর" (Digital Signature) অর্থ এমন একটি বিশেষ ডিজিটাল কোড যা কোনো লিখিত ডকুমেন্ট এর কনটেন্ট-এ প্রেরক বা স্বাক্ষরকারীর পরিচয়, উৎস, স্বত্ব, কর্তৃত্ব ও যথার্থতা এমনভাবে সনাক্ত ও নিশ্চিত করে যার কোনো একটি অংশ পরিবর্তন করলে সে ডিজিটাল কোড তা সঠিক বলে অনুমোদন প্রদান করে না এরুপ স্বাক্ষর ব্যবস্থাকে বুঝাবে;

অধ্যায়-০২

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১. লক্ষ্য (Goal)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টি করতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন।

২.২. উদ্দেশ্য (Objectives)

২.২.১ ই-কমার্স এর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচার, প্রসার ও উন্নতি সাধন করা;

২.২.২ ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;

২.২.৩ ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

২.২.৪ ই-কমার্সের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনে সহায়তা করা;

২.২.৫ ই-কমার্সে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা, ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণে নীতিগত ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২.২.৬ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ করা;

২.২.৭ ইলেক্ট্রনিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে সংশিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করা;

২.২.৮ ই-কমার্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমন: ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট) উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা;

২.২.৯. পণ্য পরিবহন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করা;

২.২.১০. ক্রস-বর্ডার ই-কমার্স পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা;

২.২.১১. ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স ব্যবসা উন্নয়নে একসেস টু ফাইন্যান্স (Access to Finance) সহজীকরণ;

২.২.১২. দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে ই-কমার্স ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.২.১৩. ই-কমার্স এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

২.২.১৪. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশীয় পণ্যের প্রচার ও প্রসার করা।

অধ্যায়-০৩

ই-কমার্স ব্যবস্থাপনা

৩.১. ই-কমার্স পরিচালনা পদ্ধতি

৩.১.১. ই-কমার্স নীতিমালা প্রতিপালন/বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় সেল গঠন করতে হবে;

৩.১.২. ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে;

৩.১.৩. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সেল কর্তৃক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

৩.১.৪. প্রত্যেক ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ওয়েবসাইট/এ্যাপস/মার্কেটপ্লেস-এ তার ই-মেইল আইডি, ফোন নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পণ্যের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

৩.২. ই-কমার্স ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ

৩.২.১. ভোক্তা অধিকার সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে;

৩.২.২. ই-কমার্স সাইটে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত পণ্য সামগ্রী যথাযথ মানসম্মত হতে হবে;

৩.২.৩. ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ই-কমার্স ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের Specification এবং এ সংক্রান্ত শর্তাবলী উল্লেখ থাকতে হবে;

৩.২.৪. ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান বিধি অনুযায়ী বিক্রিত পণ্যের Return/Refund/Replacement ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করবে;

৩.২.৫. ভোক্তা অধিকার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের (মার্কেটপ্লেস, উদ্যোক্তা, ডেলিভারি সিস্টেম, পেমেন্ট সিস্টেম ইত্যাদি) মধ্যে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৩.৩. ইলেক্ট্রনিক লেনদেন ও ই-পেমেন্ট

৩.৩.১. ইলেক্ট্রনিক লেনদেন, ই-পেমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে;

৩.৩.২. সকল ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল পেমেন্ট চালুকরা এবং ইলেক্ট্রনিক লেনদেন সহজতর ও নিরাপদ করতে হবে;

৩.৩.৩. ই-কমার্স ব্যবসায়ীর ওয়েবসাইটে পণ্যে নির্ধারিত মূল্য প্রদর্শন করতে হবে;

৩.৩.৪. ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান পেমেন্ট ব্যবস্থাকে সময়ে সময়ে উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে;

৩.৩.৫. সকল ব্যাংকে আন্তঃব্যাংক ও মোবাইল ফিনান্সিয়্যাল সার্ভিস (এমএফএস)/ডিজিটাল ফিনান্সিয়্যাল সার্ভিস (ডিএফএস) লেনদেন উপযোগী সিস্টেম বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩.৩.৬. ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট ও পণ্য ডেলিভারি এর ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট অপারেশনাল গাইডলাইন প্রণয়ন করতে হবে;

৩.৩.৭. ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট পেমেন্ট এর নিরাপত্তার স্বার্থে 'এসক্রো সার্ভিস' চালু করতে হবে;

৩.৩.৮. অনলাইন পেমেন্ট সার্ভিসকে গতিশীল করতে প্রি-পেইড কার্ড/ভার্চুয়াল কার্ড/ওয়ালেট কার্ডসমূহ এজেন্ট/ই-কমার্স সাইট এর মাধ্যমে রোল আউট করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৩.৯. ব্যাংক ও মোবাইল ব্যাংকিং, প্রি-পেইড কার্ড, ক্রেডিট কার্ডসহ সমস্ত পেমেন্ট পদ্ধতি ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ-এর সাথে সংযুক্ত থাকার মাধ্যমে রিয়াল টাইম ফান্ড ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩.৪. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা

৩.৪.১. পাইরেসি, হ্যাকিংসহ ই-কমার্স খাত সংশ্লিষ্ট সকল সাইবার অপরাধ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ও উদ্ভূত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি নিশ্চিতকরণে সংশিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর কেন্দ্রীয় ই-কমার্স সেল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩.৪.২. ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট অপরাধ চিহ্নিত হলে তা দেশে প্রচলিত সংশ্লিষ্ট আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৪.৩. ই-কমার্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাইট/মার্কেটপ্লেস এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে;

৩.৪.৪. দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রয়োজন সাপেক্ষে ই-কমার্স সংশিষ্ট বিষয়বস্তু ও আইনি কাঠামো হালানাগাদ করতে হবে।

৩.৫. ই-কমার্স সংশিস্নষ্ট সংস্থাসমূহের কার্যক্রম সমন্বয়

৩.৫.১. ই-কমার্স সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গঠিত কেন্দ্রীয় সেল এতদ্‌বিষয়ে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এর সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করবে;

৩.৫.২. ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি বা তাদের মনোনীত সংস্থা/অ্যাসোসিয়েশন দেশের ই-কমার্স ব্যবস্থা সংক্রান্ত কার্যক্রম কেন্দ্রীয় ই-কমার্স সেলের সাথে সমন্বয় সাধন করবে;

৩.৫.৩. একটি ই-কমার্স উন্নয়ন বিষয়ক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩.৬. আইনি কাঠামো

৩.৬.১. ই-কমার্স ব্যবসা পরিচালনা, বিক্রয়কৃত পণ্য সরবরাহ ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং এ সকল কর্মকাণ্ড হতে উদ্ভূত অসন্তোষ নিরসন ও অপরাধসমূহের বিচার সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত একটি সুনির্দিষ্ট আইনি অবকাঠামো প্রণয়ন করতে হবে;

৩.৬.২. ভোক্তাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট 'কোড অব কন্ডাক্ট প্রণয়ন' করতে হবে;

৩.৬.৩. ই-কমার্স খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন প্রতিপালন করতে হবে;

৩.৬.৪. ই-কমার্স বিষয়ক কপিরাইট ও মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ, অনলাইন ডকুমেন্ট আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিমার্জন/পরিবর্ধন এর মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে;

৩.৬.৫. আইপিআর (প্যাটেন্ট ও নকশা, ট্রেডমার্ক, কপিরাইট ইত্যাদি)-এ ই-কমার্স বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্তির জন্য হালনাগাদ করতে হবে;

৩.৬.৬. মোবাইল অপারেটরদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে;

৩.৬.৭. সরকারি/বেসরকারি অফিসে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩.৬.৮. ই-কমার্স খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান প্রতিপালন করতে হবে; তবে বিদেশী ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রি দেশীয় কোনো ইন্ডাস্ট্রির সাথে যৌথ বিনিয়োগ ব্যতীত এককভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারবে না এবং দেশীয় ই-কমার্স ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থসমূহকে প্রাধান্য দেয়া হবে;

৩.৬.৯. ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট, হোস্টিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩.৭. আইন প্রয়োগ পদ্ধতি

৩.৭.১. ই-কমার্স খাত সংশ্লিষ্ট লেনদেন এবং অসন্তোষ নিরসনের বিষয়াদি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র মধ্যে কেন্দ্রীয় ই-কমার্স সেল সমন্বয় সাধন করবে;

৩.৭.২. ই-কমার্স নীতিমালা ও নতুন কোনো আইন প্রণীত হলে, সে বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে অবহিত করতে হবে;

৩.৭.৩. ই-কমার্স সম্পর্কিত বিষয়সমূহে গবেষণাকার্য পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান ও উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে সরকারি-বেসরকারী প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি Advisory Committee গঠন করতে হবে;

৩.৭.৪. ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে আর্থিক লেনদেন এর অপপ্রয়োগ/Fraud চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্লিয়ারিং হাউজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কেন্দ্রীয় ই-কমার্স সেলের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৮. ই-কমার্স প্রমোশন

৩.৮.১. ই-কমার্স খাতের বিভিন্ন দিকসমূহ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৮.২. ই-কমার্স প্রক্রিয়ায় ক্রয়-বিক্রয়জনিত ভয়-ভীতি দূরীভূতকরণ এবং আস্থা অর্জনের নিমিত্ত ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ায় পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৩.৮.৩. রাজধানীসহ সকল বিভাগ, জেলা ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এবং বিদেশে নিয়মিত ই-কমার্স সেমিনার, কর্মশালা, মেলা, বিভিন্ন রোড শো, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন করতে হবে;

৩.৮.৪. ডিজিটাল মার্কেটিং এবং বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা সহজ ও সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৩.৮.৫. ই-কমার্স ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.৯. নীতিমালা পর্যালোচনা

ভবিষ্যতে নীতিমালার যে কোনো ধরণের সংশোধন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার পরামর্শক্রমে তা সম্পাদন করবে।

দ্রষ্টব্য: এ নীতিমালার আওতায় ই-কমার্স সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।